দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 APR 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অনার্সের প্রসঙ্গ

ঢাকা গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজের ১৯৮৪-৮৫ সেশনের অনার্স কোর্সের ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশ, এই ছাত্রীরা ১৯৮৪ সালে যখন অনার্সে ভর্তি হয় কলেজের অধ্যক্ষ তাদের মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন এ ব্যাচের ছাত্রীদের নির্দিষ্ট এক একটি বিষয়ের ওপর অনার্স দেয়া হবে। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে এখন অনার্স কোর্স নামে যা চালু আছে তা হুবহু পাস কোর্সের অনুরূপ। এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিকে সংশোধন করে সুনির্দিষ্ট এক একটি বিষয়ে অনার্স চালু করার জন্য ১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে যে দাবী জানানো হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ তার যৌক্তিকতা ভর্তির সময় মেনে নেন। কর্তৃপক্ষ আরো বলেছিলেন, এই বিষয়টি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ফ্যাকালটির ডীনের কাছে পেশ করবেন। কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের ছাত্রীদের ভর্তির পর প্রায় এক বছর পাঁচ মাস অতিক্রম হলেও অদ্যাবধি নতুন সিলেবাস অনুমোদন এবং উল্লেখিত ব্যাচের ছাত্রীদের এই সিলেবাসের আওতাধীনে আনার ব্যাপারে কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রীরা পুনরায় যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ তাদের জানান, ১৯৮৬-৮৭ সনে সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক অনার্স সিলেবাস অনুমোদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের ছাত্রীদের এই সিলেবাসের আওতায় আনার কোন অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় ১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। যে আশ্বাসের ভিত্তিতে ১৯৮৪-৮৫ সনের ছাত্রীদের ভর্তি করেছিল তা এখন পুরাপুরি অস্বীকার করায় ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমীপে আকুল আবেদন এই যে, ১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের ছাত্রীদের নতুনভাবে প্রণীত সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সিলেবাসের আওতায় পড়াশুনা চালানো ও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

১৯৮৪-৮৫ ব্যাচের
ভুক্তভোগী ছাত্রীবৃন্দ